অধিবেশন নং ১৪

আজকের অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়বস্তু :

ডিমপাড়া মুরগীর ঠোঁট কাটা পদ্ধতিঃ

মুরগীর ঠোঁট কাটা

ঠোঁট কাটানো বা ডিবিকিং মুরগি খামার ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, লিটারের চেয়ে খাঁচায় পালিত মুরগির জন্য এটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এতে বিভিন্ন বদ অভ্যাস দূর হওয়ার পাশাপাশি খাদ্যের অপচয় দূর হয় এবং মুরগী ডিম পাড়ার দিকে অধিক মনোযোগী হয়। যে যন্ত্রের সাহায্যে ঠোঁট কাটানো হয় তার নাম ডিবিকার।

ঠোঁট কাটার উদ্দেশ্যঃ

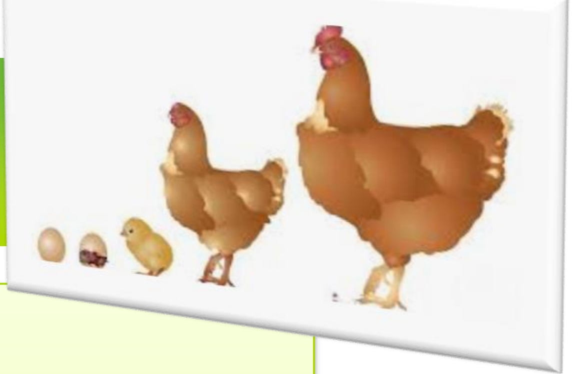

- ক্যানাবলিজম বা পরস্পর ঠোকরাঠুকরি প্রতিরোধে।
- খাদ্যের অপচয় রোধ করতে।
- খাদ্যের রূপান্তর হার বৃদ্ধি করতে।
- পরস্পর দৈহিক সমতা সৃষ্টি করতে।

ঠোঁট কাটার সময়ঃ

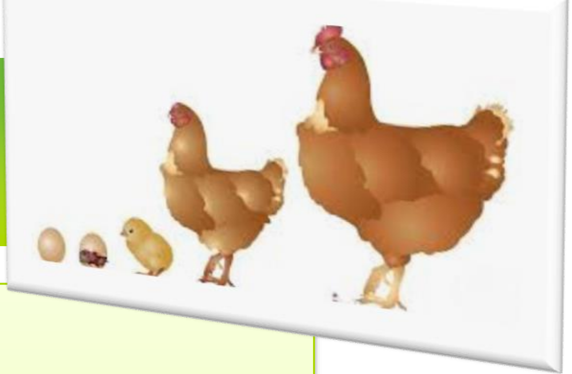

- একদিন বয়সের বাচ্চা মুরগী।
- বাচ্চার ৬-১০ দিন বয়সে ঠোঁ কাটা যায়।
- পুলেটের ক্ষেত্রে ৮ সপ্তাহ পরে বা ১২-১৪ সপ্তাহ বা ১৬ সপ্তাহ বয়সে ঠোঁট কাটা যায়।
- ব্রয়লারের ক্ষেত্রে ৬-৯ দিন বয়সে ঠোঁট কাটা উচিত।

ঠোঁট কাটা উচিত নয়ঃ

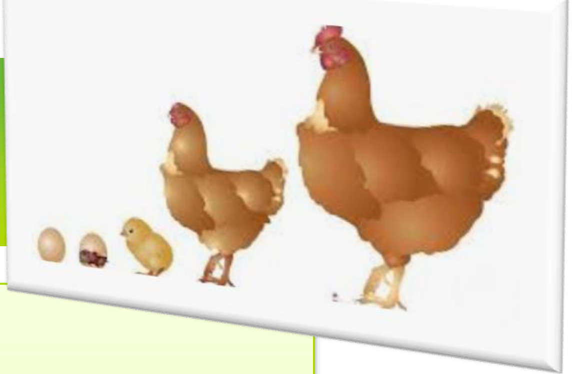

- মুরগীর কোন রোগ হলে।
- সালফার জাতীয় ঔষধ সেবনের ২দিন আগে বা পরে।
- ভ্যাকসিন প্রদানের ২দিন আগে বা পরে।
- আবহাওয়ার পরিবর্তন বেশী হলে।
- মুরগী ডিম পাড়তে শুরু করলে।

প্রয়োজনীয় উপকরণঃ

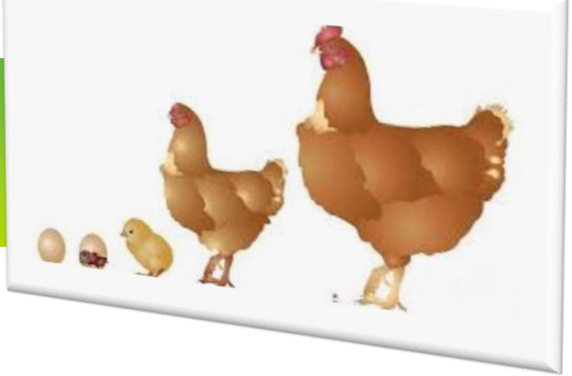

- খালি কার্টুন-১টি।
- বৈদ্যুতিক ডিবিকার-১টি।
- একদিন বয়সের বাচ্চা মুরগি-কয়েকটি।

ডিমপাড়া মুরগীর ঠোঁট কাটা পদ্ধতি

- প্রথমে বৈদ্যুতিক ডিবিকারের প্লাগটি যে ঘরে কাজটি করা হবে সেখানকার সুইচ বোর্ডের সকেটে ঢুকাতে হবে। এরপর সুইচ অন করতে হবে।
- বৈদ্যুতিক ডিবিকারের ব্লেডটি ৫০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় গরম করতে হবে।
- বাম হাতের সাহায্যে একটি একদিন বয়সের বাচ্চা নিতে হবে এবং ডান হাত দিয়ে এর মাথাটি ধরে হোল প্লেটে ঠোঁটটি চেপে ধরতে হবে।
- এরপর ব্লেডটিকে মাত্র দুই সেকেন্ডের জন্য চলতে হবে। অতঃপর হোল প্লেট থেকে বাচ্চাটির ঠোঁট সরিয়ে নিতে হবে।
- লক্ষ্য করে দেখতে হবে বাচ্চার ঠোঁট ঠিকভাবে কাটা হয়েছে কিনা ? তাছাড়া এর ঠোঁটের কাটা অংশের রক্তপাত বন্ধ হয়েছে কিনা ?
- এবার বাচ্চাটিকে একটি খালি কার্টুনের মধ্যে রাখতে হবে।
- এভাবে অন্য বাচ্চাগুলো দিয়ে পরীক্ষণটি কয়েকবার অনুশীলন করতে হবে।

ঠোঁট কাটার পরবর্তী পরিচর্যাঃ

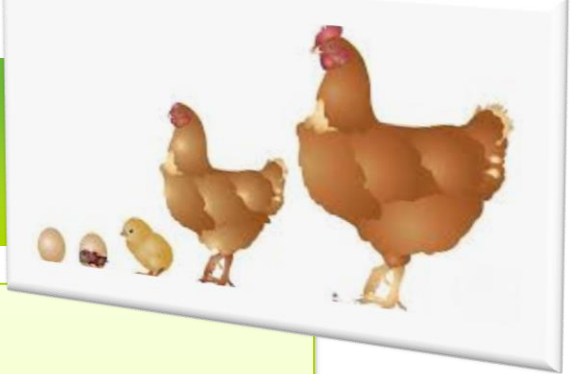

- পানির পাত্রের গভীরতা বৃদ্ধি করা।
- ঠোঁট কাটার ২দিন পূর্ব থেকেই ৩দিন পর পর্যন্ত পানির সাথে ভিটামিন-কে সহ অন্যান্য ভিটামিন ব্যবহার করা।
- খাদ্যের সাথে সামান্য অতিরিক্ত আমিষ ব্যবহার করা।

সাবধানতাঃ

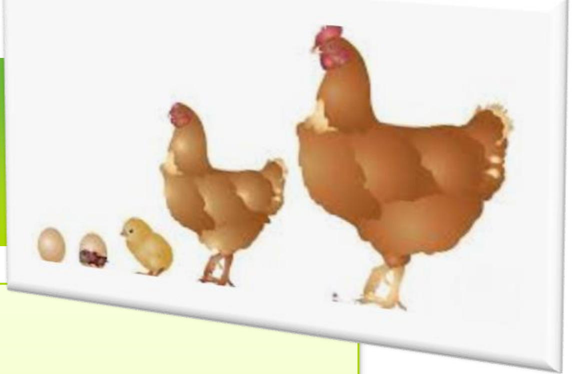

- কাটা অংশ ভালভাবে দহিত কাটারাইজ করতে হবে।
- অতিরিক্ত গরমের সময় ঠোঁট কাটানো উচিত নয়। যদি কাটানো হয় তবে সঙ্গে সঙ্গে এদেরকে অপেক্ষাকৃত শীতল জায়গাতে স্থানান্তর করতে হবে।
- ঠোঁট কাটানোর পর পর্যাপ্ত খাদ্য, পানি, আরাম ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে হবে।
- ডিবিকিং এর পর এদের ভিটামিন সি, বি কমপ্লেক্স ও কে পানির সঙ্গে মিশিয়ে সরবরাহ করতে হবে।

পর্যালোচনা

▻ **সংক্ষিপ্ত**

১. ঠোঁট কাটার প্রয়োজনীয় উপকরণ?

২. পুলেটের ক্ষেত্রে কত মাস বয়সে ডিবিকিং করতে হয়?

রচনামূলক (বাড়ীর কাজ):

১. মুরগির ঠোঁট কাঁটার উদ্দেশ্য, সময় ও সাবধানতা লিখ?

➢ আলোচ্য বিষয়ে কোন প্রশ্ন বা মতামত:

কমেন্টস এর মাধ্যমে

Thanks!